মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

জানুয়ারি ১৬, ২০০৬, সোমবার : মাঘ ৩, ১৪১২

থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও কাজ হয়নি : বগুড়ায় দোররা মেরে গৃহবধূকে গ্রামছাড়া করেছে ফতোয়াবাজরা

বগুড়া প্রতিনিধি : এক নির্যাতিত গৃহবধূর পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে কথিত সমাজপতিরা তাকে দুদফায় ২০০ ঘা দোররা মেরে সপরিবারে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছে। এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটেছে বগুড়ার ধুনট উপজেলার দীঘলকান্দি গ্রামে।

জানা যায়, ঐ গ্রামের ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী ২ সন্তানের জননী আঙ্গুরী খাতুনকে দীর্ঘদিন ধরেই উত্ত্যক্ত করছিল একই গ্রামের মনসের আলী। গত রমজানের ৩ দিন আগে সন্ধ্যা রাতে লম্পট মনসের স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আঙ্গুরী খাতুনের ঘরে ঢুকে তার শীলতাহানির চেষ্টা চালায়। এ সময় আঙ্গুরীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে মনসেরকে হাতেনাতে আটক করে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামে সালিস বসে। মাতব্বররা আঙ্গুরীর ঘরে ঢোকার জন্য মনসেরের ৮ হাজার টাকা জরিমানা করে। একই সঙ্গে তারা এ ঘটনার জন্য আঙ্গুরীকেও দায়ী করে এবং তার শাস্তি হিসেবে ১০০ ঘা দোররা মারার ফতোয়া দেয়। পরে এই শাস্তি কার্যকরও করা হয়। এ ঘটনায় নির্যাতিত আঙ্গুরী খাতুন ধুনট থানায় এ ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এতে কথিত সমাজপতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে আঙ্গুরী খাতুনকে তার পরিবারসহ সমাজচ্যুত করে। গত ঈদের দিন আঙ্গুরী খাতুনের পরিবারকে পুনরায় সমাজে বহাল রাখার জন্য আবেদন জানানো হয়। এতে স্থানীয় মসজিদের ইমাম হাফিজুর রহমানসহ অন্য সমাজপতি যথাক্রমে হাবিবুর রহমান খান, আজিজার রহমান, গাজীউর রহমান, মফিজউদ্দিন, একরামুল হক তারা ও হাসানুল হক টুটু অপর এক সালিস বৈঠকে আঙ্গুরী খাতুনকে পুনরায় ১০০ ঘা দোররা মেরে তাকে সপরিবারে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় স্বামী সন্তানদের নিয়ে শেরপুর উপজেলার গুয়াগাঁতিতে পিত্রালয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম হাফিজুর রহমানের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'দোররার ফতোয়া আমি দেইনি। সমাজপতিরা সকলে এই ফতোয়া দিয়েছেন এবং তাদের চাপেই আমি দোররা মারার সময়ে উপস্থিত ছিলাম।'